দৈনিক সংবাদ

010

তারিখ 11 DEC 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন বর্তমানে ২ থেকে ৫ বছর পিছিয়ে আছে

।। রেজোয়ানুল হক রাজা ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন বর্তমানে ২ থেকে ৫ বছর পিছিয়ে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেছেন, আগামীতে সবকিছু ঠিকঠাক মতো চললেও এ অবস্থা ঠিক করতে কমপক্ষে ৩ বছর সময় লাগবে।

১৯৮৭ সাল শেষ হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের অনেক বিভাগের ১৯৮২ সালের মাষ্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষা এখনো হয়নি। কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও আইন অনুষদের বিভাগগুলোতে মাষ্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষা বাকী রয়েছে ১৯৮৫ সালের ব্যাচ থেকে। একই বছর থেকে অনার্স পরীক্ষা বকেয়া হয়ে রয়েছে বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদে। কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোতে ১৯৮২ সালের অনার্স পরীক্ষা পর্যন্ত হয়েছে। তবে রেজাল্ট এখনো পুরোপুরিভাবে বের হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

গেছে।

এই সূত্রের গড় হিসেব অনুযায়ী অনার্স পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের সেশন ২ থেকে ৩ বছর, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য অনুষদের সেশন প্রায় ২ বছর, প্রথম পর্ব মাষ্টার্স ডিগ্রীর ক্ষেত্রে সকল অনুষদের সেশন প্রায় ২ বছর, শেষ পর্ব মাষ্টার্স ডিগ্রীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অনুষদের 'এ' গ্রুপের সেশন ৩ থেকে ৪ বছর ও 'বি' গ্রুপের ৪ থেকে ৫ বছর এবং কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য অনুষদের সেশন ২ থেকে ৩ বছর পিছিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন বিভাগে একই বর্ষে ২ থেকে ৫টি ব্যাচ এক সাথে পড়ছে।

এত দীর্ঘ সময় সেশন পিছিয়ে পড়ার জন্য কয়েকটি কারণ কাজ করেছে বলে জানা গেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ত্রুটিযুক্ত ভর্তি প্রক্রিয়া, বিভিন্ন সময়ে অনির্ধারিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা এবং খাতা দেখতে দেরী করার ফলে পরীক্ষার রেজাল্ট বের হতে দেরী হওয়া ইত্যাদি। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রচলিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এইচ এস সি পরীক্ষায় পাশ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হতেই একজন শিক্ষার্থীর একটি বছর নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৮৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পাশ করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন তাদের ক্লাস গত ২৭শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবার মাত্র কিছুদিন আগে শুরু হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, সেশন নিয়মিত করতে কয়েকটি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কমপক্ষে ৩ বছর সময় লাগবে। শর্তগুলো হচ্ছে এইচ এস সি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবার ৩ মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি শেষ করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিতভাবে বন্ধ থাকতে পারবে না অর্থাৎ যথাসময়ে কোর্স শেষ ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, পরীক্ষার রেজাল্ট যথাসময়ে প্রকাশের পথ সুগম করতে হবে ইত্যাদি। তিনি বলেন, এত কিছুর পরও যদি ছুটিছাটা কমিয়ে প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষ থেকে ২ মাস করে সময় বাঁচানো যায় কেবলমাত্র তাহলেই ৩ বছরের মধ্যে সেশন নিয়মিত করা সম্ভব।

সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই সাথে ভর্তি সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের এ জন্য এক সাথে বসে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ। কারণ সেশন পিছিয়ে থাকার সমস্যাটি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই, কম বেশী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আছে।

চলতি ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ এবং আগামী ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের এক করে দেয়ার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়ে তিনি বলেন তাহলে কমপক্ষে ১ বছর এগিয়ে যাওয়া যাবে, যেমন একবার হয়েছিল ১৯৭৭ সালের দিকে।

ছাত্র সংঘর্ষের কারণে প্রায় ৩ মাস বন্ধ থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয় গত ২৭শে সেপ্টেম্বর খুললে সেশন জট দূর করতে কর্তৃপক্ষ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল পরীক্ষা নেয়ার দায়িত্ব স্ব স্ব বিভাগের ওপর ছেড়ে দেয়া এবং যথাসময়ে কোর্স শেষ করা পরীক্ষার তত্ত্বাবধান ইত্যাদির জন্যে ডীন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের সমন্বয়ে সকল অনুষদে কমিটি গঠন। সে সময় কর্তৃপক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, খুব কম সময়ের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন নিয়মিত করা সম্ভব হবে। এই আশাবাদ সম্পর্কে গত বুধবার রাতে উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে তা আর সম্ভব হবে না। বর্তমান অনির্ধারিত বন্ধটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছিয়ে থাকা সেশনের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। তিনি আশংকা প্রকাশ করেন যে, এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় আরো ৬ থেকে ৯ মাস পিছিয়ে যাবে।